কোরআন ও হাদিসের আলোকে এতিম প্রতিপালন

[**বাংলা** - bengali - البنغالية]

মুহাম্মদ ওসমান গনি

সম্পাদানা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ كفالة الأيتام في ضوء القرآن والسنة ﴾

« باللغة البنغالية »

محمد عثمان غني

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2011 - 1432

IslamHouse.com

কোরআন ও হাদিসের আলোকে

এতিম প্রতিপালন

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই মহান করুণাময় আল্লাহ তাআলার যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। মহা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরুদ ও সালাম।

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম, যা পূর্ণরূপে ইসলামি মূলনীতি, চিন্তা-চেতনা ও দ্বীনের দৃষ্টান্তমূলক নমুনার উপর ভিত্তিশীল, যার মাধ্যে দুনিয়া ও আখিরাত, আসমান ও জমিন, শাসক ও শাসিত, নারী ও পুরুষ, গরিব ও ধনী এবং বংশ ও সমাজের যাবতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সামাজিক জীবনে ছোট-বড় সব বিষয় এবং যাবতীয় আইন-কানুনের উৎস একমাত্র ইসলামি শরিয়ত।

এতিম সমাজেরই একজন। সে ছোট অবস্থায় তার বাবাকে হারিয়েছে, হারিয়েছে তার রক্ষণাবেক্ষণকারী ও পথ প্রদর্শনকারীকে। এজন্য তার বিশেষ প্রয়োজন এমন একজন ব্যক্তির যে তার খরচ যোগাবে, দেখাশুনা করবে, তার সাথে ভাল ব্যবহার করবে, তাকে নসিহত করবে, উপদেশ দিবে এবং সৎপথ প্রদর্শন করবে। যাতে সে মানুষের মত মানুষ হতে পারে, পরিবারের জন্য কল্যাণকর কর্মী এবং সামাজের জন্য দরদী ও উপকারী হতে পারে। আর যদি এতিমের প্রতি অবহেলা করা হয়। দায়িত্ব না নিয়ে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হয়। তার যদি কোনো পথ প্রদর্শক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী না থাকে, তাহলে সে বিপথগামী হয়ে যেতে পারে। পরিশেষে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে এ সমাজই দায়ী হবে। কেননা তার হক আদায়ের ব্যাপারে সমাজ অবহেলা করেছে এবং দায়িত্ব পালনে কমতি করেছে। তাই এতিম প্রতিপালন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ ও জাতির ভবিষ্যৎ সুখ ও শান্তিময় হওয়া এ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তাই দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তির বার্তা আনয়নকারী ইসলাম এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রিয় হাবিবকে শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও এই জাতির সৌভাগ্যের দিশারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন।

'কোরআন-হাদিসের আলোকে এতিম প্রতিপালন' নামক পুস্তিকাটি লেখার কারণ এই যে, আমি সৌদী আরবের মক্কা মুকাররামায় অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাফসিরের উপর অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরার প্রস্তুতি হিসাবে

উস্তাদ মহোদয়গণের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম, তখন জনৈক উস্তাদ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি দেশে ফিরে কি করবে?

আমি বললাম: যা শিক্ষা লাভ করেছি তা অপরকে শিক্ষা দিব।

তিনি বললেন: কোনো সংস্থার মাধ্যমে, না কি ব্যক্তিগতভাবে?

আমি বললাম: কোনো সংস্থার সাথে আমার তেমন কোনো পরিচয় নেই।

তিনি বললেন: তুমি কি ড. মুহাম্মদ সাঈদ বুখারিকে চেন?

আমি বললাম: যে বিষয়ে আমি লেখা-পড়া করেছি তিনি সেই বিভাগের চেয়ারম্যান।

তারপর মুহতারাম উস্তাদ আমাকে পরামর্শ দিলেন, আমি যেন তাঁর কাছে গিয়ে আমার লেখাপড়া সমাপ্তির খবর তাঁকে দেই এবং বাংলাদেশে প্রত্যাগমনের কথা বলি। আমি সেই মতে তাঁর কাছে গিয়ে সব কথা বললাম।

তিনি সাথে সাথে বললেন: তুমি কি আন্তর্জাতিক ইসলামি ত্রাণ সংস্থার ইয়াতীম বিভাগে কাজ করবে?

বললাম: ইনশাআল্লাহ।

তিনি পরের দিন বিকাল পাঁচটায় জেদ্দায় প্রধান কার্যালয়ে তাঁর সাথে দেখা করার নির্দেশ দিলেন। মনে মনে ভাবলাম, সেখানে হয়ত আমাকে এতিম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে। তাই পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে গিয়ে এতিম সম্পর্কে লিখিত বই-পুস্তক খুঁজতে শুরু করলাম। কিন্তু দু:খের বিষয়, এ সম্পর্কিত কোনো বই নজরে এলো না। অবশেষে কোরআন ও হাদিসের অভিধানের মাধ্যমে এতিম সম্পর্কীত কিছু আয়াত ও হাদিস বের করে একত্রিত করলাম।

প্রায় দুই সপ্তাহ জেদ্দা অফিসে প্রশিক্ষনের পর আমাকে আন্তর্জাতিক ইসলামি ত্রাণ সংস্থা ঢাকা, বাংলাদেশ অফিসের এতিম বিভাগে নিয়োগ দেয়া হল। সেখান থেকেই আমার ইচ্ছা জেগেছিল এতিম সম্পর্কে কিছু লেখার। কোরআন, হাদীস ও বিভিন্ন পুস্তকের সাহায্য নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ছোট্ট বইটি পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিচ্ছি। নাম দিয়েছি ‘কোরআন ও হাদিসের আলোকে এতিম প্রতিপালন’। সংকলন ও সাজানো ছাড়া এ বইয়ে আমার কোনো অবদান নেই।

আমি আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করছি যে, এই বই দ্বারা মানুষের উপকার হোক এবং এই লেখা যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয়ে থাকে। আমি নসিহতের ঊর্ধ্বে নই । যিনি পুস্তকটি পাঠ করবেন এবং এমন কিছু পাবেন যে বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন, তার দায়িত্ব হবে আমাকে সতর্ক করে দেয়া, যাতে আমি সঠিক পথে ফিরে আসতে পারি এবং ভুল সংশোধন করার সুযোগ পেয়ে যাই। আমীন।

মুহাম্মদ ওসমান গনি

এতিম কে?

এতিম শব্দটি আরবি, যার অর্থ নি:সঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয় তখন একে দুররে এতিম বা নি:সঙ্গ মুক্তা বলা হয়। ইবনু মন্জুর লিসানুল আরব অভিধানে বর্ণনা করেছেন।

اليتيم: الذي يموت أبوه حتى يبلغ الحلم، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم، واليتيمة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت زال عنها اسم اليتيمة.

অর্থ: এতিম এমন বাচ্চাকে বলা হয় যার পিতা মারা গিয়েছে, বালেগ হওয়া অবধি সে এতিম হিসাবে গণ্য হবে, বালেগ হবার পর এতিম নামটি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর মেয়ে বাচ্চা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত এতিম বলে গণ্য হবে বিয়ের পর তাকে আর এতিম বলা হবে না।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বালেগ হওয়ার পর আর কেউ এতিম থাকে না। মেশকাত: পৃষ্ঠা নং ২৮৪

লিসানুল আরবে আরো বর্ণিত আছে যে, মানুষের মাঝে এতিম হয় পিতার পক্ষ থেকে আর চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে এতিম হয় মায়ের পক্ষ থেকে।

যে সন্তানের বাল্যকালে তার মাতা মারা যায়, কিন্তু পিতা বেঁচে থাকে তাকে এতিম বলা হবে না।

এতিম প্রতিপালনের ফজিলত:

আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবিব, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেন এবং ছয় বছর বয়সে মা আমিনাকেও হারান। তারপর তার লালন পালনের দায়িত্ব নিলেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব। কিন্তু তিনিও মাত্র দুই বছর পর এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। সে হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বদিক দিয়েই এতিম।

তাই আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿٨﴾فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ (الضحى:٦-٩)

অর্থ: তিনি কি আপনাকে এতিম রূপে পাননি? অত:পর আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অত:পর পথ প্রদর্শন করেছেন। আপনাকে পেয়েছেন

নি:স্ব, অত:পর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না। (সূরা দুহা : ৬-৯)
একদিকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন এতিম, অপর দিকে এতিমরা হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ও অসহায়। তাই তাদের প্রতি আল্লাহর করুণা ও রহমত রয়েছে, বিধায় পবিত্র কোরআন ও হাদিসে এতিম প্রতিপালনে বিশেষ ফজিলত বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে তার কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে:

এক. **এতিম প্রতিপালনে জান্নাতের উচ্চাসন লাভ হয়**

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري.

অর্থ: সাহল বিন সা'দ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি ও এতিম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। তিনি তর্জনী ও মধ্য অংগুলি দিয়ে ইঙ্গিত করলেন এবং এ দুটির মধ্যে ফাক করলেন। (বর্ণনায় বুখারি)
এ হাদিসে এটাই প্রতীয়মান হয়, যে ব্যক্তি জান্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী হতে চায় সে যেন এই হাদিসের উপর আমল করে এবং এতিম প্রতিপালনের প্রতি ব্রতী হয়। সার্বিক দিক থেকে তার প্রতি গুরুত্ব দেয়। কারণ আখেরাতে এর চেয়ে উত্তম আর কোনো স্থান হতে পারেনা।
অপর এক হাদিসে রয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. رواه مسلم

অর্থ: আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমি ও এতিম প্রতিপালনকারীর অবস্থান জান্নাতে এই দুই অংগুলির ন্যায় পাশাপাশী হবে। চাই সেই এতিম তার নিজের হোক অথবা অন্যের। (বর্ণনাকারী) মালেক বিন আনাস রা. তর্জনী ও মধ্যমা আংগুলি দ্বারা ইশারা করলেন। (সহিহ মুসলিম)

عَن سَهْلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ. سنن أبي داود

অর্থ: সাহল রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি ও এতিম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এই দুই আংগুলির ন্যায় পাশাপাশি অবস্থান করব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মধ্যমা ও বৃদ্ধা আংগুলিকে কাছাকাছি করে দেখিয়ে দিলেন। (সুনান আবি দাউদ)

দুই. এতিম প্রতিপালনে রিজিক প্রশস্ত হয় এবং রহমত ও বরকত নাজিল হয়।

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ. سنن أبي داود - (ج ٧ / ص ١٦٢)

অর্থ: আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, দুর্বল অসহায়দের আবেদনে আমাকে সাহায্য কর। তোমাদের দুর্বল-অসহায়দের কারণেই তোমরা সাহায্য ও রিজিক প্রাপ্ত হও। (আবু দাউদ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ. سنن ابن ماجه - (ج ١١ / ص ٧٥)

অর্থ: আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, মুসলিমদের ঐ বাড়ীই সর্বোত্তম যে বাড়ীতে এতিম রয়েছে এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়। সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ বাড়ী যে বাড়ীতে এতিম আছে, অথচ তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়। অত:পর তিনি তার আঙ্গুলির মাধ্যমে বললেন: আমি এবং এতিম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করব। (ইবনে মাজাহ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধমাতা হালিমা বর্ণনা করেন যে, এতিম হওয়ার কারণে শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লালন পালন করার জন্য কেউ সম্মত হয়নি। আমার উট ছিল দুর্বল তাই আমি সবার শেষে গিয়ে পৌঁছি। এরপর আর কোনো উপায় না পেয়ে এতিম মুহাম্মদকে গ্রহণ করি। কিন্তু মহান করুণাময়ের অশেষ করুণায় আমার উট এমন সবল হলো যে, আমি আমার গোত্রের সবার আগে পৌঁছে গেলাম। শুধু তাই নয়, আমার স্তনের দুধ, বকরি ও অন্যান্য

সকল বস্তুতে এই এতিম বালকের কারণে কল্পনাতীত বরকত ও রহমত নাজিল হতে থাকল।

তিন. এতিম প্রতিপালনে হৃদয় নম্র হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ أَرَدْتَ تَلْيِينَ قَلْبِكَ فَأَطْعِمْ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ. مسند أحمد

অর্থ: আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার অন্তর কঠিন মর্মে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, যদি তুমি তোমার হৃদয় নরম করতে চাও তাহলে দরিদ্রকে খানা খাওয়াও এবং এতিমের মাথা মুছে দাও। (মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৮৭)

চার. এতিম প্রতিপালন ও তাদের প্রতি সদয় হওয়ায় অত্যাধিক সওয়াব হাসিল হয়

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ أَوْ يَتِيمَةٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ .

مسند أحمد - (ج ٤٥ / ص ٢٤٨)

অর্থ: আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ছেলে অথবা মেয়ে এতিমের মাথায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হাত বুলিয়ে দেয়, মাথার যত চুল দিয়ে তার হাতটি অতিক্রম করবে তার তত সওয়াব অর্জিত হবে। আর এতিমের প্রতি সে যদি ভাল ব্যবহার করে তাহলে এই দুই আঙ্গুলের ন্যায় সে এবং আমি জান্নাতে অবস্থান করব। রাসূলুল্লাহ তাঁর দুই আঙ্গুলকে মিলিয়ে দেখালেন। (মুসনাদে আহমদ)

৫. এতিম প্রতিপালন ও তাদের সান্ত্বনা দেয়ায় জান্নাত লাভ হয়

عن عمرو بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ .مسند أحمد - (ج ٣٩ / ص ٢٥)

আমর বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মাতা পিতা মারা যাওয়া কোনো মুসলিম এতিমকে তাকে আল্লাহ তাআলা স্বাবলম্বী করা অবধি নিজ পানাহারে শামিল করে। ঐ ব্যক্তির জন্য অবশ্যই জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। (মুসনাদ আহমাদ: ৩৯/২৫)

৬. এতিম প্রতিপালনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتْ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنْ النَّارِ. رواه مسلم

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক অসহায় মহিলা তার দুই মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে আসল। আমি তাকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে দুই মেয়েকে একটি করে খেজুর দিলো। আর নিজে খাওয়ার জন্য একটি খেজুর তার মুখে উঠাল। অত:পর দুই মেয়ে ঐ খেজুরটি খেতে চাইল। সে খেজুরটি তাদের মধ্যে ভাগ করে দিল যেটি সে নিজে খেতে চেয়েছিল। তার এ অবস্থাটি আমাকে বিস্মিত করল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সে যা করেছে তা তুলে ধরলাম। তিনি বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এ কারণে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন অথবা তাকে একারণেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (মুসলিম)

৭. এতিম প্রতিপালন করা জান্নাতী লোকদের স্বভাব

আল্লাহ তাআলার তাদের প্রশংসা করে বলেন:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ (الإنسان:٨-٩)

আহার্য্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে আহার্য্য দান করে এবং (তারা বলে) আমারা তোমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে খাদ্য প্রদান করি। অতএব তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান ও ধন্যবাদ চাইনা। (সূরা ইনসান: ৮)

এখানে জান্নাতিদের প্রাপ্ত নিয়ামতের কারণ উল্লেখ করে বলা হল যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিদের সাহায্য করত। তারা শুধু নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাহায্য দরিদ্র ও এতিমদেরকে দান করতো এমটি নয়। বরং নিজেদের প্রয়োজন সত্ত্বেও দান করে।

كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ (الفجر:١٧)

না কখনই না। বস্তুত: তোমরা এতিমকে সম্মান করনা। (সূরা আল-ফজর: ১৭)

এ আয়াতে কাফিরদের একটি মন্দ স্বভাব বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তোমরা এতিমদেরকে সম্মান কর না, তাদেরকে সম্মান না করার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এতিমের প্রাপ্য আদায় কর না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন কর না।

এ আয়াতে আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, এতিমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয়ভার বহন করলেই তোমাদের মানবিক ও আল্লাহ প্রদত্ত ধন সম্পদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন হয়ে যায় না, বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে। অপর দিকে নিজেদের সন্তানদের মোকাবেলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না।

নয়. আপনজনের মধ্য থেকে এতিম প্রতিপালনে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ হয়

عن سلمان بن عامر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ، صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. سنن النسائي

সালমান ইবন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ বলেন, মিসকিনকে দান করায় একটি সাওয়াব এবং আত্মীয়কে দান করায় দুইটি সওয়াব হাসিল হয়, একটি দানের সাওয়াব এবং অপরটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাওয়াব। (বর্ণনায় সুনান আন-নাসায়ী)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের স্ত্রী জয়নব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, সেই সদকায় কি আমাকে প্রতিদান দেয়া হবে যা আমি আমার স্বামী ও আমার নিজস্ব এতিমের জন্য করে থাকি? তিনি বললেন, এতে তোমার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে, সদকার সাওয়াব ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাওয়াব। (নাসায়ী)

এতিমের সম্পদ ভক্ষণকারীর শাস্তি

এতিমের সম্পদে অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের জন্য ভীষণ শাস্তির হুমকি রয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:١٠]

অর্থ: নিশ্চয় যারা এতিমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা তো তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে, আর অচিরেই তারা প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে। (সূরা নিসা : ১০)

জাহেলি যুগে মানুষেরা এতিমদের ধন-সম্পদ থেকে উপকার হাসিলের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করত। এমন কি সম্পদের লোভে কখনো বিয়ে করত অথবা সম্পদ যাতে হাত ছাড়া না হয়ে যায় সে জন্য নিজের ছেলেকে দিয়ে বিয়ে করাত এবং বিভিন্ন পন্থায় তাদের সম্পদ ভক্ষণের চেষ্টা করত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ইবনে জারির রহ. বলেন:

إذا الرجل يأكل مال اليتيم ظلما يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه و من أذنيه وأنفه وعينيه يعرف من رآه بأكل مال اليتيم.

এতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উত্থিত হবে যে, তার পেটের ভিতর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা মুখ, দুই কান, নাক ও দুইচক্ষু দিয়ে বের হতে থাকবে। যে তাকে দেখবে সে চিনতে পারবে যে, এ হচ্ছে এতিমের মাল ভক্ষণকারী। (ইবনে কাসীর)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا فقيل يا رسول الله من هم ؟ قال ألم تر أن الله يقول : إن الذين يأكلون أموال اليتمى ظلما... أخرج ابن أبى شيبة في مسنده

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন এক সম্প্রদায় নিজ নিজ কবর হতে এমতাবস্থায় উত্থিত হবে যে, তাদের মুখ থেকে আগুনের উদগীরণ প্রকাশিত হতে থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কারা? তিনি বললেন: তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভক্ষণ করে না। (ইবনে কাসীর)

عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل لهم من يأخذ بمشافر هم ثم يجعل

في أفواههم صخرا من النار يخرج من أسافلهم فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما.

আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন, যে রাতে আমাকে ভ্রমণ করানো হলো (অর্থাৎ ইসরার রাতে), সেথায় এমন এক সম্প্রদায়কে দেখলাম তাদের রয়েছে উটের ঠোটের ন্যায় ঠোট, যারা তাদের দায়িত্বে নিয়োজিত তারা ঐ লোকদের মুখের চোয়াল খুলে হা করাচ্ছে তারপর তাদের মুখ দিয়ে আগুনের পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আর সাথে সাথে পাথরগুলি তাদের মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিবরাঈলকে বললাম, এরা করা ? তিনি বললেন: এরা হচ্ছে এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী । (ইবনে কাসীর)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (الأنعام : ١٥٢)

আর তোমরা এতিম বয়:প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না। (সূরা আনআম: ১৫২)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الإسراء: ٣٢)

আর তোমরা এতিম বয়:প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায় ছাড়া তার সম্পদের নিকটবর্তী হয়োনা এবং প্রতিশ্রুতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা ইসরা: ৩২)

উপরোক্ত আয়তদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে, এতিম যদি পারিতোষিক অথবা উপঢৌকন হিসাবে কিছু সম্পদ প্রাপ্ত হয় তাহলে এতিমের অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে, সেসব মালেরও হিফাযত করা। এতিমের মৃত পিতা, দেশের সরকার কিংবা অন্য যে কেউ উক্ত অভিভাবক মনোনীত করুক না কেন, তার উপরই এতিমের মাল-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে। এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন সম্পর্কে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতিমের মালের কাছেও যাবে না। অর্থাৎ এতে যেন শরিয়তবিরোধী অথবা এতিমদের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতিমদের মালের হেফাজত ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত হবে তাদের এ ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তারা শুধু

এতিমের স্বার্থ দেখে ব্যয় করবে। এ কর্মধারা ততদিন অব্যাহত থাকবে যতদিন না এতিম যৌবনে পদার্পন করে নিজের মালের হিফাযত নিজেই করতে সক্ষম হবে। এর সর্বনিম্ন বয়স পনের বছর এবং সর্বোচ্চ আঠারো। কারণ এ বয়সের পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মত না হওয়াই স্বাভাবিক।

অবৈধ পন্থায় যে কোনো ব্যক্তির মাল খরচ করা জায়েয নয়। এখানে বিশেষ করে এতিমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোনো হিসাব নেয়ার যোগ্য নয় অন্যেরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবী করার কেউ থাকে না সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাবী কঠোরতর হয়ে যায়। এতে ত্রুটি হলে সাধারণ মানুষের হকের তুলনায় গুনাহ অধিক হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ (النساء:٢)

অর্থ: আর তোমরা এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও এবং তোমরা অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তুদ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন-সম্পদকে তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে খেয়ো না। নিশ্চয় তা বড় পাপ। (সূরা নিসা: ২)

এ আয়াতে এতিমদের সর্ব প্রকার হকের প্রতি সর্বদা তীক্ষ্ণ সকর্ত দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ করা হয়েছে। এতিমের ধন-সম্পদ তার নিকট পৌছে দাও, এর অর্থ হচ্ছে, সে বালেগ হলেই কেবল তার গচ্ছিত মালামাল তার নিকট পৌছে দেয়া যেতে পারে। তবে বয়:প্রাপ্ত হওয়ার পর দেখতে হবে, তার মধ্যে নিজের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং শুদ্ধ খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কিনা। যদি যোগ্যতা না হয়ে থাকে তাহলে পচিশ বছর পর্যন্ত ধন-সম্পদ হিফাযত করার দায়িত্ব অভিভাবকদের। যখনই ধন-সম্পদ সংরক্ষণ এবং কারবারের যোগ্যতা তার মধ্যে দেখা যাবে, তখনই তার সম্পদ তার হাতে সমর্পন করতে হবে। যদি পচিশ বছর বয়স পর্যন্তও তার মধ্যে এ যোগ্যতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে তার মাল তাকে সমর্পণ করতে হবে, যদি সে উন্মাদ না হয়। কোনো কোনো ইমামের মতে তখনও তার মাল তাকে দেয়া যাবে না, বরং শরিয়তের কাজী (বিচারক) তার মাল সংরক্ষণের জন্য কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবেন।

এতিমের অভিভাবককে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা শিশুর লেখা পড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অত:পর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়

বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কাজ কারবার এবং লেনদেনের দায়িত্ব অর্পন করে তাদের পরীক্ষা করতে থাকবে।
আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

অর্থ : আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে এতিমদের সম্পর্কে। তুমি বল, সংশোধন করা তাদের জন্য উত্তম। আর যদি তাদেরকে নিজেদের সাথে মিশিয়ে নাও, তবে তারা তোমাদেরই ভাই। আর আল্লাহ জানেন কো ফাসাদকারী, কে সংশোধনকারী এবং আল্লাহ যদি চাইতেন, অবশ্যই তোমাদের জন্য (বিষয়টি) কঠিন করে দিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা: ২২০)
একটি হাদিসে বর্ণিত আছে,

إن رسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر! إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জর রা. কে বললেন: হে আবু জর! আমি তোমাকে দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার জন্য তাই পসন্দ করি যা করি নিজের জন্য। তুমি কখনো দুই জনের উপর আমির হবে না এবং এতিমের সম্পদের দায়িত্বশীল হবে না।
অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ. سنن ابن ماجه - (ج ١١ / ص ٧٤)

অর্থ : আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি দুই অসহায়-দুর্বলের হক বিষয়ে (ভয়ে) সংকীর্ণতায় আছি, একজন হচ্ছে এতিম অপর জন নারী। (সুনান ইবন মাজাহ)
আরো বর্ণিত হয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها : مدمن الخمر ، وآكل الربا ، وآكل مال اليتيم بغير حق ، والعاق لوالديه » « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

অর্থ : চার ব্যক্তি এমন আল্লাহ তাদের ব্যাপারে নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না এবং জান্নাতের কোনো নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাবেন না। নিয়মিত মদ্য পানকারী, সুদখোর, অন্যায়ভাবে এতিমের মাল ভক্ষণকারী এবং পিতামাতার অবাধ্য। (মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকেম)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. صحيح البخاري - (ج ٩ / ص ٣١٥(

আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ধ্বংসকারী সাত প্রকার কবিরা গুনাহকে তোমরা (বিশেষভাবে) পরিহার কর। সাহাবারা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি? তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শরিক করা, যাদু করা, মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সুদখাওয়া, এতিমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা ও সতী সাধ্বী মুমিন রমণীর সতীত্বের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া। (সহিহ বোখারি)

বর্ণিত আয়াত ও হাদিসগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এগুলোতে একদিকে এতিমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কারীদের প্রতি ব্যক্ত হয়েছে কঠিন হুশিয়ারি, অপর দিকে এতিমের প্রতি রয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অশেষ রহমত ও করুণা। কেননা তারা হচ্ছে শেষ পর্যায়ের দুর্বল ও অসহায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ... (التحريم: ٦)

হে ঈমানদার বান্দাগণ, তোমরা তোমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও...। (সূরা তাহরীম: ৬)

এতিমদেরকে কীভাবে প্রতিপালন ও শিক্ষা দিব?

কাতাদাহ রহ. বলেন:

كن لليتيم كالأب الرحيم

এতিমের তরে তুমি দয়াবান পিতার ন্যায় হয়ে যাও। (ইবনে কাসীর: ৪/৬৭৬)
আমরা যারা এতিমের অভিভাবক হতে চাই এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জান্নাতে অবস্থান করতে ইচ্ছুক। অনুরূপভাবে যারা প্রসস্ত রিজিকের কামনা করি, তাদের উচিৎ পিতৃহারা অসহায় এতিমদেরকে নিজেদের সন্তানের মত লালন-পালন, শিক্ষা দিক্ষা ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। অত:পর বয়:বৃদ্ধির সাথে সাথে বিচার বুদ্ধি বিকাশ ঘটানোর স্বার্থে ছোট ছোট কাজ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে যেন ভবিষ্যৎ জীবনে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় তার পাকা বন্দবস্ত করা।
ছোট থেকেই এতিমদের অন্তরে আপন সন্তানের ন্যায় ঈমান ও সহিহ আক্বিদার বীজ বপন করা । শিরক ও বিদআত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে আল্লাহর মহাব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি করা। লোকমান আ: স্বীয় সন্তানকে লালন পালন ও শিক্ষা দান কল্পে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় হয়েছিল। তাইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

(لقمان : ١٣)

লোকমান স্বীয় সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: হে বৎস! আল্লাহর সাতে শরিক করো না, নিশ্চয়ই শিরক করা বড় জুলুম। (সূরা লোকমান : ১৩)
আল্লাহর ইবাদতে শিরক পরিহার করা, যেমন মৃত অথবা অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে কোনো প্রার্থনা না করা।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

الدعاء هو العبادة

অর্থ: দোয়াই এবাদত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهما قَالَ :كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ

يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ .

سنن الترمذي - (ج ٩ / ص ٥٦) قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

অর্থ: ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিছনে বসা ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন: হে বৎস! আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিব। তুমি আল্লাহর হুকুমকে সংরক্ষণ কর আল্লাহ তোমাকে সংরক্ষণ করবেন, আল্লাহর সীমাকে হিফাজত কর আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে। যখন চাইবে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে কেবল আল্লাহর কাছেই করবে। জেনে রেখ, সমস্ত জাতি যদি তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয় তাহলে এতটুকু উপকারই করতে পারবে যা আল্লাহ লিখে রেখেছেন। আর যদি তারা তোমার কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় তাহলেও ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে যা আল্লাহ লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং কালি শুকিয়ে গেছে। (বর্ণনায় তিরমিযী)

আলোচ্য হাদিস থেকে আমরা শিশু-কিশোরদের প্রতি মহাব্বতের শিক্ষা পেয়ে থাকি।

আরো শিক্ষা পাচ্ছি ছোট থেকেই তাদেরকে আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ ও নাফরমানী থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়ার, যাতে করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়।

একমাত্র আল্লাহর কাছে চাওয়া ও সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস স্থাপন করা। তাদেরকে এমনভাবে লালন-পালন করা যাতে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে আশা-প্রত্যাশা ও সাহসীকতার সাথে গড়ে উঠতে পারে।

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، المعجم الكبير للطبراني - (ج ٩ / ص ٣٣١)

অর্থ: তুমি জেনে নাও যে, ধৈর্যের সাথে সাহয্য (এর প্রতিশ্রুতি) রয়েছে এবং দু:খের সাথে রয়েছে সুখ। আর কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। (তবরাণী, মুজাম কাবির)

আল্লাহ মুমিনকে মুসিবত ও কঠিন সময়ে রক্ষা করবেন যদি সে সুসময় আল্লাহর হক ও মানুষের হক আদায় করে থাকে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، المعجم الكبير للطبراني - (ج ٩ / ص ٤٢٣)

সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখবে, তিনি দু:খের সময় তোমাকে মনে রাখবেন। (তবরাণী, মুজাম কাবির)

واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، شعب الإيمان للبيهقي - (ج ٢٠ / ص ٤٦٣)

জেনে রাখ, যা তোমাকে এড়িয়ে গেছে তা তোমার নিকট পৌছার ছিল না, আর যা পৌঁছেছে তা এড়িয়ে যাবার ছিল না। (বায়হাকি, শুআবুল ঈমান)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, এতিম প্রতিপালনকারীর দায়িত্ব হবে:

১. এতিমকে তাওহিদের কালিমা শিক্ষা দেয়া, বুদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে এর সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

২. এতিমকে ছোট থেকেই এ শিক্ষা দেয়া যে, তারা যেন আল্লাহর কাছেই চায় এবং এককভাবে তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

৩.তাদেরকে হারাম কাজোর ব্যাপারে সতর্ক করা, যেমন আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা, মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু প্রার্থনা না করা, তাদের কাছে কোনো সাহায্য না চাওয়া ইত্যাদি। তাদেরকে ভাল করে বুঝিয়ে দেয়া যে, ওরা হচ্ছে সৃষ্টজীব, কোনো উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করার ক্ষমতা রাখেনা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾ (يونس: ١٠٦)

তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে না যা তোমার কোনো উপকার করতে পারে না। আর না তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারে। যদি তুমি তা কর তাহলে নিশ্চয়ই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা ইউনুস : ১০৬)

৪. এতিমের মা যদি বেঁচে থাকে তাহলে তার সাথে ভাল ব্যবহারের উৎসাহ প্রদান করা ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ (لقمان : ١٤ –١٥)

আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যা তোমরা করতে। (সূরা লুকমান: ১৪-১৫)

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لاطاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.

আল্লাহর নাফরমানী করে কারো আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধু সৎ কাজে।

এতিমকে এ শিক্ষাও প্রদান করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা আসমানে রয়েছেন, তিনি আমাদের সব কিছু অবলোকন করছেন ও সব কিছুই শুনছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٥﴾ (طه : ٥)

পরম দয়াময় আরশে সমাসীন রয়েছেন। (সূরা তাহা: ৫)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ (الشورى : ١١)

কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন সব দেখেন। (সূরা শুরা: ১১)

عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: ...

وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا

أُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِي بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ. صحيح مسلم - (ج ٣ / ص ١٤٠

মুয়াবিয়া বিন হাকাম আসসুলামী রা. বলেন, আমার একজন দাসী ছিল সে উহুদ ও আল জাওয়ানীয়া প্রান্তে আমার ছাগল চরাতো। একদিন আমি লক্ষ্য করলাম হঠাৎ একটি বাঘি তার ছাগপাল থেকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। আমি যেহেতু আদম সন্তান, তাই তারা যেমন দু:খ করে, আমিও তেমনি দু:খিত হলাম। কিন্তু আমি তাকে একটা চড় মেরেছি। অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলাম, তিনি বিষয়টি আমার নিকট অনেক বড় করে তুলে ধরলেন। আমি বললাম: তাহলে কি তাকে আজাদ করে দিব? তিনি বললেন: তাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আস। আমি তাই করলাম, তাকে তার কাছে নিয়ে আসলাম। তারপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: আল্লাহ্ কোথায়? সে বলল: আসমানে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বলল: আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: তাকে তুমি আজাদ করে দাও, কেননা সে মুমিন। (সহিহ মুসলিম)

এতিমকে ছোটকাল থেকেই নামাজ শিক্ষা দেয়া, নামাজের আরকান ও ওয়াজিবসহ তা কায়েম করাতে সচেষ্ট হওয়া। ধীর-স্থিরভাবে তা পালন করার নির্দেশ দেয়া, যাতে সে বড় হয়ে তা যথাযথভাবে পালন করতে অভ্যস্ত হয়। সাথে সাথে অজু গোসল, ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেয়া, যেমন আল্লাহভীরুতা, সত্যবাদীতা, আমানতদারী, ধৈর্য ও সুন্দর চরিত্রের প্রশিক্ষণ দিয়ে মিথ্যা, হিংসা, খিয়ানত, গিবত, চোগলখোরী ইত্যাদি থেকে বিরত রাখা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক সালামের আদব, খাওয়ার আদব, প্রস্রাব পায়খানার আদব ও অন্যান্য আদব শিক্ষা দেয়া।

এতিমরা সমাজ ও জাতিরই একটি অংশ। তাই শুধু এতিমের অভিভাবকের নয়, বরং সমাজের সকলেরই দায়িত্ব হল সঠিকভাবে তাদের প্রতিপালন ও শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করা। কারণ সকলকে আল্লাহর সম্মুখে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি তারা সুন্দর ও সুচারু রূপে তাদেরকে প্রতিপালন করে তাহলে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব ও সৌভাগ্যবান হবে। আর যদি অবহেলা করে তাহলে দুর্ভাগা হবে এবং তাদের উপরই বর্তাবে এর কুফল, তাদেরকেই দিতে হবে এর মাসূল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে বলেন:

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته . متفق عليه

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (বুখারি ও মুসলিম)

যারা এতিমের শিক্ষা ও প্রতিপালন করার দায়িত্ব পালন করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় তাদেরর জন্য সুসংবাদ রয়েছে। নবীজী তার এক সাহাবিকে সম্বোধন করে বলেন,

فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم . رواه البخاري ومسلم

আল্লাহর কসম, তোমার দ্বারা আল্লাহ যদি একজন ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করেন তা তোমার জন্য উৎকৃষ্ট সম্পদ থেকেও উত্তম। (বুখারি ও মুসলিম।)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء : ٥)

তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন তা নির্বোধদের হাতে অর্পণ কর না। এবং তোমরা তা হতে তাদেরকে আহার দাও, তাদেরকে পরিধান করাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বল। (সূরা নিসা : ৫)

মুফাসসিরে কোরআন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্তুতি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না, রবং আল্লাহ তাআলা যেহেতু তোমাকে অভিভাবক এবং দেখা শোনার দায়িত্ব দিয়েছেন, তাই তুমি সম্পদ তোমার নিজের হাতে রেখে তাদের খাওয়া পরার দায়-দায়িত্ব পালন করতে থাক।

যদি তারা অর্থ সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেয়ার আপত্তি করে, তাহলে তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মন:কষ্টের কারণ না হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা না দেয় ।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা মতে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকা এবং অনভিজ্ঞ যে কোনো স্ত্রীলোকের হাতে ধন সম্পদ তুলে না দেয়ার নির্দেশ প্রদান করায় প্রমাণ হয় যে, তাদের হাতে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। এতে এতিম শিশু বা নিজের সন্তানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সাহাবি আবু মূসা আশআরী রা.-ও আয়াতের এরূপ তাফসিরই বর্ণনা করেছেন। ইমামে তাফসির হাফেজ তাবারিও এ মত গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যেও আয়াতের নির্দেশ এতিমদের জন্যই প্রযোজ্য বলে অনুভূত হয়।

এতিম প্রতিপালনকারী বা এতিমের অভিভাবকের সম্পদের সাথে যদি এতিমের সম্পদের মিশ্রণ ঘটে, আর যদি এতিমের সম্পদের কোনো ক্ষতির আশংকা না হয় তাহলে এ মিশ্রণ জায়েয ।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ... ﴿٢٢٠﴾ (البقرة : ٢٢٠)

যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। বস্তুত: অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ জানেন। (সূরা বাকারা : ২২০)

কেউ যদি নিজের খাওয়া দাওয়া ও ব্যবসা বাসস্থান থেকে এতিমের খাওয়া দাওয়া ও বাসস্থান সম্পূর্ণ আলাদা করে, এতে কোনো দোষ নেই মহান আল্লাহ তা মুবাহ করেছেন।

উপরোল্লেখিত আয়াত থেকে কোনো কোনো তাফসিরকারক বলেছেন, অভিভাবক এতিমের সম্পদ থেকে ঐ পরিমাণ উপকৃত হতে পারবে যে পরিমাণ তার এই কাজের মজুরি বা পারিশ্রমিক হতে পারে। তবে ব্যক্তি যদি ধনী হয় কিংবা এমন হয় যার প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের ব্যবস্থা অন্যত্র সংস্থান করতে পারে তাহলে তার উচিত এতিমের মাল থেকে তার পরিশ্রমিক গ্রহণ না করা।

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ (النساء : ٦)

যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই এতিমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। (সূরা নিসা: ৬)

আর এতিমের তত্ত্বাবধানকারী যদি দরিদ্র হয় তাহলে এতিমের মাল থেকে তার প্রয়োজন পরিমাণ খরচ করতে পারবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا (النساء : ٦)

যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে। যখন তাদের হাতে তাদের সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করবে তখন তাদের উপর তোমরা সাক্ষী রাখবে। আর হিসাবগ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট। (সূরা নিসা: ৬)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قَالَ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ . سنن أبي داود - **(ج ٨ / ص ٦٤)**

আমর ইবনে শুয়াইব হতে বর্ণিত । তিনি তার পিতা এবং তিনি তার দাদার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল: আমি দরিদ্র ব্যক্তি, আমার কিছুই নেই। আমার একজন এতিম রয়েছে। তিনি বললেন: তোমার এতিমের সম্পদ থেকে খাও, তবে নষ্ট ও অপব্যয় করবে না এবং মূলধন থেকেও খাবে না। (আবু দাউদ)

কারো কারো মতে উক্ত ব্যক্তির যদি কোনো সময় স্বচ্ছলতা আসে তাহলে সে এতিমের মাল হতে গ্রহণকৃত সম্পদ ফেরত দিবে। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে এতিমের মাধ্যমে তা হালাল করে নিবে।

ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف« **(معرفة السنن والآثار للبيهقي - (ج ١١ / ص ١١٥)**

আল্লাহর সম্পদের ব্যাপারে আমি আমাকে এতিমের সম্পদের জায়গায় এনেছি, আমার যখন স্বচ্ছলতা দেখা দেয় তখন আমি এতিমের মাল থেকে বিরত থাকি এবং যখন অভাব দেখা দেয় তখন আমি ন্যায়সঙ্গতভাবে ঋণ হিসাবে খাই , অত:পর তা পরিশোধ করি। (মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাকি, ১১/১১৫)

মুজাহিদ রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যদি অভাবগ্রস্ত হয় এবং সঙ্গত পরিমাণ খায় তাহলে তা পরিশোধ করতে হবে না।

এতিম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনে যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء : ٣)

আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, এতিমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমারা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু'টি তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে তোমর সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা যুলম করবে না। (সূরা নিসা: ৩)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (النساء : ١٢٧)

তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে সমাধান চায়। বল, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন এবং সমাধান দিচ্ছেন ঐ আয়াতসমূহ যা কিতাবে তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয় এতিম নারীদের ব্যাপারে। যাদেরকে তোমরা প্রদান কর না যা তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, অথচ তোমরা তাদের বিবাহ করতে আগ্রহী হও। আর দুর্বল শিশুদের ব্যাপারে ও ইতিমদের প্রতি তোমাদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে। আর তোমরা যে কোনো ভালো কাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে পরিজ্ঞাত। (সূরা নিসা : ১২৭)

এতিমদের সরদার

আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ, আবদুল ওয়াহাবের মেয়ে আমিনাকে বিয়ে করলেন। এই বিয়ের কয়েক মাস পর তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর করলেন। অত:পর তিনি রাস্তায় অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করলেন।

এই সময় তার স্ত্রী আমিনা গর্ভবতী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। কারণ তার গর্ভের এই সন্তানটি কিছু দিন পরে এতিম অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করবে।

আমিনা যখন সন্তানটি প্রসব করলেন তখন তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত খুশী হলেন এবং তার নাম রাখলেন মুহাম্মদ। মক্কার প্রথা অনুযায়ী ধাত্রীরা ধনীদের সন্তানদেরকে দুধ পান করানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসলো। যখনই কোনো মহিলা জানতে পারে যে, মুহাম্মদ একজন এতিম, তখন তাকে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারপর অন্য এমন সন্তান খোঁজে যার বাবা রয়েছে এবং ধনী, যাতে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ প্রদান করতে পারে। পরিশেষে হালিমা সাদিয়া আসলেন এবং এই এতিমকে গ্রহণ করলেন। পরিশেষে তিনি তার পরিবার-পরিজনের জন্য বরকতের কারণ হয়ে গেলেন।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ পাঁচ বছর তার কাছে অবস্থান করলেন। তারপর তিনি তার মায়ের কাছে ফিরে আসলেন। মায়ের কোলে মাত্র অল্প দিন তিনি তার আদর-স্নেহ ও মমতার মাঝে বসবাস করতে পারলেন। তার বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর মা চির বিদায় নিলেন। এভাবেই তিনি শৈশব থেকেই মায়ের স্নেহ ও বাবার আদর থেকে বঞ্চিত হলেন, কিন্তু আল্লাহর দয়া ও করুণা তাঁকে কখনই ছেড়ে যায়নি। তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আল্লাহ সহজ করে দিলেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিব দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সাথে সুন্দর ব্যবহার করলেন। কিন্তু তিনিও এর দুই বছর পর মৃত্যু বরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল আট বছর। অত:পর লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন চাচা আবু তালিব। তাঁর উপার্জন করার ক্ষমতা হওয়া পর্যন্ত তিনিই তার দেখাশুনা ও দায় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তারপর তিনি মহান করুণাময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবুওয়ত প্রাপ্ত হলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿٨﴾

(الضحى : ٦-٨)

অর্থ : তিনি কি তোমাকে এতিম রূপে পাননি। অত:পর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা, অত:পর পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন নি:স্ব, অত:পর অভাবমুক্ত করেছেন। (ুসূরা দোহা: ৬-৮)

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহর বাণী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এতিম প্রতিপালন ও তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ (الضحى : ٩)

অর্থ: সুতারাং তুমি এতিমদের প্রতি কঠোর হবে না। (সূরা দোহা: ৯)

এতিমের গুপ্তধন

আল্লাহর আদেশে মূসা আলাইহিস সালাম খিজির আ:-এর সাথে ঘুরাফিরার জন্য সময় নির্ধারণ করলেন। যেখানে মূসা আ: এই সামান্য সময়ে খিজির আ: থেকে অনেক শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। খিজির আ:- কে আল্লাহ এমন ইলম দান করেছিলেন যা অন্য কাউকে দেননি। আল্লাহ তালাআ তার সম্পর্কে বলেন:

آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (الكهف : ٦٥)

অর্থ: আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম এবং আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (সূরা কাহফ: ৬৫)

তাদের দু'জনের চলার পথে বেশ ক্ষুধা পেলো। দূর থেকে একটা শহর দৃষ্টিগোচর হলে তারা সেই শহরের দিকে অগ্রসর হলেন । সেখানে গিয়ে শহরবাসীর কাছে খানার আবদেন করলেন। কিন্তু ঐ শহরের বাসীন্দারা ছিল কৃপণ । তাই তারা তাদেরকে খাদ্য দিতে অস্বীকার করলো। শেষ পর্যন্ত তারা শহরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলেন।

হঠাৎ করে খিজির আ: একটা পুরাতন প্রাচীর দেখতে পেলেন যা ভেংগে পড়ার উপক্রম ছিল। তিনি প্রাচীরের কাছে গেলেন এবং তা মেরামত করে দিলেন। এদিকে খিজির আ:-এর কাজ দেখে মূসা আ: আশ্চর্য্য ও বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কি করে এমন সম্প্রদায়ের দেয়াল মেরামত করে দেয়া হলো যে সম্প্রদায় এক লোকমা খাদ্য প্রদান করলো না।

প্রকৃত পক্ষে খিজির আ:-এর এই কাজের পিছনে হিকমত ছিল। তিনি মূসাকে আ: সেই গোপন তথ্য বর্ণনা করে বলেন যে, প্রাচীরের নিচে মূল্যবান গোপ্তধন লুকায়িত আছে যার মালিক হচ্ছে শহরের দুই জন ছোট এতিম। যদি তিনি প্রাচীরটি ঐ

অবস্থায় রেখে যেতেন তাহলে অনতিবিলম্বে দেয়ালটি ভেংগে পড়ে গুপ্তধনটি প্রকাশ হয়ে যেত এবং জালিম কৃপণ সম্প্রদায় এগুলি নিয়ে নিত। তিনি প্রাচীরটি মেরামত করেছেন যাতে গুপ্তধন এতিমদ্বয় বড় হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকে। বড় হওয়ার পর কেউ আর তাদের থেকে তাদের সম্পদ কেড়ে নেয়ার সাহস পাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾ (الكهف : ٨٢)

অর্থ: আর প্রাচীরের বিষয়টি হল, তা ছিল শহরের দু'জন এতিম বালকের এবং তার নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন। আর তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তাই আপনার রব চাইলেন যে, তারা দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তাদের গুপ্তধন বের করে নেবে। এসবই আপনার রবের রহমত স্বরূপ। আমি নিজ থেকে তা করিনি। এ হলো সে বিষয়ের ব্যাখ্যা, যে সম্পর্কে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি। (সূরা কাহাফ: ৮২)

এতিমের প্রতি আমিরুল মুমিনীন ওমর রা.-এর দয়া

আমিরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব রা. এক রাতে মুসলিমদের অবস্থা অবলোকন করার জন্য বের হলেন। তিনি রাস্তায় চলা অবস্থায় প্রজ্জ্বলিত আগুন দেখতে পেলেন। আস্তে আস্তে সেই আগুনের নিকটবর্তী হলেন। দেখতে পেলেন, একজন নারী একটি পাতিলের নিচে আগুন জ্বালাচ্ছে, আর তার পাশে ছোট ছোট কিছু ছেলে কান্নাকাটি করছে। আমিরুল মুমিনীন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন ছেলেগুলি কান্নাকাটি করছে? নারী তাঁকে বললেন, তারা ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: আগুনের উপর পাতিলটিতে কি রয়েছে? মহিলাটি বললো: পাতিল পানি ভর্তি করে নিচে আগুণ দিয়েছি যাতে ছেলেরা ধারণা করে যে, খাদ্য রান্না করা হচ্ছে এবং কান্না থেকে বিরত থেকে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে যায়। এ কথা শুনে ওমর বিন খাত্তাব রা. দু:খ পেলেন এবং কেঁদে ফেললেন। অত:পর অতিদ্রুত বাইতুল মালে আসলেন এবং সেখান থেকে কিছু আটা, খেজুর, ঘি, কাপড় ও কিছু দিরহাম সাথে নিয়ে খাদেমকে বললেন: এগুলো আমার ঘাড়ে উঠিয়ে দাও। খাদেম তাঁর পরিবর্তে নিজেই বহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাকে বললেন: না আমি নিজেই তা বহণ করব, কারণ আমি কিয়ামতের দিন তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব।

আমিরুল মুমিনীন বস্তাটি নিজেই ঘাড়ে করে বহণ করত: মহিলাটির বাড়ীতে পৌঁছলেন এবং নিজেই খাদ্য প্রস্তুত করলেন তারপর ছেলেগুলিকে পরিতৃপ্তি সহকারে খাইয়ে দিলেন।

এতিমের দুআ

কথিত আছে এক ব্যক্তি মদ্য পান ও গুনাহর কাজ করত। এক প্রচণ্ড শীতের রাতে রাস্তা দিয়ে চলতে ছিল। অত:পর দেখতে পেলো, একটি ছোট ছেলে ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদছে ও প্রচণ্ড শীতের কারণে কাঁপছে। ছেলিটির সাথে সে কথাবর্তা বললো, পরিচয় নিয়ে জানতে পারল যে, সে একজন এতিম। তার দুরাবস্থা দেখে লোকটি প্রভাবিত হলো। সে ছেলেটিতে খানা খাইয়ে দিলো এবং নিজের পোষাক খুলে তাকে দিলো যাতে সে শীতের কষ্ট থেকে রক্ষা পায়। তারপর নিজ বাড়ীতে ফিরে আসলো এবং ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্নে দেখলো যেন কেয়ামত উপস্থিত হয়েছে। মানুষ হিসাব নিকাশের জন্য দাড়িয়েছে, আর তার নিজের ব্যাপারে সে দেখছে যে, আজাবের ফেরেশতাগণ এসে তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সামনে সে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হচ্ছে। আর যে মুহূর্তে তাকে আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই মুহূর্তে সেই এতিমের সাথে দেখা হলো। এতিমটি তার দুরাবস্থা দেখে আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলো। আল্লাহ এতিমের প্রার্থনা কবুল করলেন এবং ফেরেশতাদেরকে এতিমের প্রতি ভাল ব্যবহারের কারণে তাকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, লোকটির হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সে ভীত হয়ে পড়লো। অত:পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। গুনাহ থেকে তাওবা করলো ও পাপকাজ ছেড়ে দিলো এবং আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দায় পরিণত হয়ে গেল। এবং সংকল্প করলো যে, সব সময় এতিমের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।

বর্ণিত আছে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. এতিমদেরকে খেজুর দিয়ে বলতেন। তোমরা আমাকে খেজুরের আটি দাও, আমি তোমাদেরকে দিরহাম দিব। অত:পর এতিমরা তার কাছ থেকে খেজুর নিয়ে যেত এবং ঠাণ্ডা পানি পান করত ও আটিগুলি ফেরত দিয়ে প্রতিটি আটির পরিবর্তে একটি করে দিরহাম গ্রহণ করত। তারপর তারা তাদের উদর পূর্ণ ও পকেট ভর্তি করে খুশি হয়ে রেব হতো।

এদিকে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক বিনয়ের সাথে আওয়াজ করে ক্রন্দন করতেন। এমনকি অশ্রু দিয়ে চেহারা ও দাড়ি ভিজে যেত। তার এক ছাত্র তাকে জিজ্ঞেস করল। আপনি এতিমের উদর পরিতৃপ্ত করেছেন এবং তাদের পকেট দিরহাম দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এর পরও কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে?

তিনি উত্তরে বললেন: হে ভাই! আমাদের সম্মুখে শক্ত ঘাটি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ (البلد : ١١-١٦)

তবে সে বন্ধুর গিরিপথটি অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়নি। আর কিসে তোমাকে জানাবে, বন্ধুর গিরিপথটি কি? তা হচ্ছে দাস মুক্তকরণ। অথবা খাদ্য দান করা দুর্ভিক্ষের দিনে। এতিম আত্বীয় স্বজনকে। অথবা ধূলি মলিন মিসকীনকে। (সূরা আল-বালাদ: ১১-১৬)

প্রিয় মুসলিম! এতিম প্রতিপালন নি:সন্দেহ এমন কাজ যার দ্বারা দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের যাবতীয় কল্যাণ সাধন করা যায়। সন্তুষ্টি পাওয়া যায় মহা মহিম আল্লাহ তাআলার। তাই আমাদের সকলের ঈমানি ও নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এ বিষয়ে সচেষ্ট হয়ে উভয় জগতের সফলতা অর্জন করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী সকল কাজ সম্পাদন করার তাওফিক দিন। আমিন।

সমাপ্ত